শব্দে শব্দে
হিসনুল মুসলিম

কুরআন-সুন্নাহ থেকে সংকলিত
প্রতিদিনের যিক্‌র ও দু'আর সমাহার

মূল :
সাঈদ ইবনু আলী আল-কাহতানী ﷾

ভাবানুবাদ :
রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান
অনার্স-মাস্টার্স : (ইসলামিক স্টাডিজ), কবি নজরুল সরকারী কলেজ, ঢাকা।
কামিল : (হাদীস) সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।
দাওরা হাদীস : মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা।

সম্পাদনা :
ড. রেজাউল করিম মাদানী

দুটি কথা

প্রশংসা মাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সাথী এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের উপর।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! নিশ্চয় যিকিরে মুমিনের ঈমান তাজা থাকে। আত্মার প্রশান্তি লাভ হয়। এবং এটি অন্যতম একটি ইবাদত। দৈনন্দিন জীবনে একজন মুমিন কি কি আমল করবে। কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে। এরই আলোকে মধ্যে প্রাচ্যের বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন 'সাঈদ ইবনু আলী আল-কাহতানী' ﷾ একটি বই লিখেছেন, যার নাম "আয-যিকরু ওয়াদ-দুআ ওয়াল ইলাজ বির-রুকা মিনাল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ"।

লেখক বইটির আলোচনা বড় হওয়ায় শুধু যিকিরের অংশটুকু আলাদা করেছেন, যাতে করে ভ্রমণ পথে বহন করা সহজ হয়। যা "হিসনুল মুসলিম মিন আযকারিল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ" নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

বইটির বাংলা অনুবাদ প্রথমতঃ শাইখ এনামুল হক আল-মাদানী সাহেব করেছেন। যা বাংলাদেশে বহুল পরিচিতি লাভ করেছে। যা বইটির কবুলিয়াতের ইঙ্গিত বহন করে। পরে এটাকে অনেকে হুবহু ছাপিয়েছে নকল করে। এ ছাড়া শায়খ ড. আবু বকর যাকারিয়া (হাফেযাহুল্লাহ) তিনি বইটি চিকিৎসা অংশটুকুসহ অনুবাদ করেছেন। আমি উক্ত বইটি দীর্ঘ এক বছর দশ মাস

যাবৎ সময়ের ফাঁকে ফাঁকে অনুবাদের কাজ করি। অনেক সাধনার পর শেষ করতে পেরেছি। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

অনুবাদের কাজ আসলেই কঠিন। কেননা অনুবাদ করা যায় কিন্তু শব্দ চয়নটা মুশকিল। এজন্য অনেক স্থানে শব্দ চয়নে সহযোগিতা নিতে হয়েছে। প্রথমে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি শাইখ এনামুল হক মাদানী সাহেবের প্রতি, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর অনুবাদ ভালো লেগেছে। এজন্য শাইখের ঋণ ভুলতে পারব না। আল্লাহ তাঁকে এর জাযায়ে খায়ের দান করুন আমীন।

অতঃপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ড. আবু বকর যাকারিয়া সাহেবের প্রতি। শাব্দিক অনুবাদে অনেক স্থানে তার গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছি। শাব্দিক অনুবাদে তাঁর শব্দ চয়ন আসলেই প্রশংসনীয়। আর কুরআনের আয়াতের অর্থ যা আহসানুল বায়ান, ড. আবু বকর যাকারিয়া স্যারের অনুবাদ, বায়ান ফাউন্ডেশন এবং তাইসীরুল কুরআন সামনে রেখে সহজ ভাষায় অনুবাদ তোলার চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে আল্লাহর নিকট দুআ করছি, আল্লাহ তায়ালা মূল লেখকসহ উল্লেখিত ব্যক্তিদের জাযায়ে খায়ের দান করুন। তাঁদের প্রচেষ্টাগুলো নাজাতের অসীলাহ বানিয়ে দিন। আর এর মাধ্যমে এই খাকসার বান্দাকেও নাজাতের অসীলাহ বানিয়ে দিন আমীন।

বিনীত
রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর নিকটে-ই সাহায্য চাই, এবং তাঁর কাছে-ই ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের অন্তরের কু প্রবৃত্তিসমূহ হতে এবং খারাপ আমল হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে চালান, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যাকে বিপদগামী করেন তাকে সৎপথে আনার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া (সত্য) কোন ইলাহ্ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ্ তাঁর উপর, এবং তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবাগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক তাদের এ সৎপথের অনুসরণ করবে তাদের সকলের উপর অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

এই বইটি আমার اَلذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ وَالْعِلَاجُ بِالرُّقَى مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - নামক পুস্তক থেকে সংক্ষেপ করে শুধু যিকিরের অংশ উল্লেখ করেছি, যাতে ভ্রমণ পথে বহন করা সহজ হয়। এখানে যিকিরের মূল অংশটি শুধু উল্লেখ করেছি। আর যে সকল হাদীস গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে সেগুলোর দু'-একটি সূত্র উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছি। যিনি সাহাবাগণ সম্পর্কে অবগত হতে চান কিংবা

হাদীসের অতিরিক্ত রেফারেন্স জানতে চান, তিনি মূল কিতাব দেখে নিতে পারেন।

আল্লাহ্ তায়ালার কাছে তাঁর উত্তম নামসমূহ এবং উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ কাজ তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য খালেসভাবে কবুল করে নেন, আর এর দ্বারা যেন তিনি ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনে উপকৃত করেন। আর যে ব্যক্তি এ বইটি পড়বে, অথবা ছাপাবে কিংবা এর প্রচারের কারণ হবে তাকেও যেন তিনি উপকৃত করেন। নিশ্চয় পবিত্র মহান সত্তা এ কাজের অধিকারী এবং তার উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

(মহান) আল্লাহ্, রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করবে তাদের উপরও।

বিনীত
ড. সাঈদ ইবনু আলী ইবনু ওয়াহফ আল কাহ্ত্বানী
সফর, ১৪০৯ হিজরি

সূচিপত্র

	যিক্‌রের ফযীলত	১৭
	যিক্‌র ও দু'আসমূহ	২২
১.	ঘুম থেকে জেগে উঠার পর দু'আ	২২
২.	কাপড় পরিধানের দু'আ	২৯
৩.	নতুন কাপড় পরিধানের দু'আ	৩০
৪.	অপরকে নতুন কাপড় পরিধান করতে দেখলে তার জন্য দু'আ	৩১
৫.	কাপড় খুলে রাখার সময় কী বলবে	৩২
৬.	পায়খানা বা টয়লেটে প্রবেশের দু'আ	৩২
৭.	পায়খানা বা টয়লেট থেকে বের হওয়ার দু'আ	৩৩
৮.	ওযুর পূর্বে দু'আ	৩৩
৯.	ওযুর শেষে দু'আ	৩৪
১০.	বাড়ি থেকে বের হওয়ার দু'আ	৩৬
১১.	ঘরে প্রবেশের দু'আ	৩৮

৪৭.	সন্তান লাভকারীকে অভিনন্দন ও তার জবাব	১৭৪
৪৮.	সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে শিশুদের রক্ষার দু'আ	১৭৫
৪৯.	রোগী দেখতে গিয়ে সুস্থতার জন্য দু'আ করা	১৭৬
৫০.	রোগী দেখতে যাওয়ার ফযীলত	১৭৭
৫১.	মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য দু'আ	১৭৮
৫২.	মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালক্বীন দেয়া (কালিমা স্মরণ করিয়ে দেয়া)	১৮০
৫৩.	যে কোন বিপদে পঠিত দু'আ	১৮১
৫৪.	মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করোনোর দু'আ	১৮২
৫৫.	জানাযার সলাতে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ	১৮৩
৫৬.	নাবালক বাচ্চাদের জন্য জানাযার সলাতে দু'আ	১৮৯
৫৭.	শোকার্তদের সান্ত্বনা দেয়ার দু'আ	১৯৩
৫৮.	কবরে লাশ রাখার দু'আ	১৯৪
৫৯.	মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর দু'আ	১৯৫
৬০.	কবর যিয়ারতের দু'আ	১৯৫
৬১.	ঝড়-তুফানের দু'আ	১৯৭
৬২.	মেঘের গর্জন শুনলে যে দু'আ পড়বে	১৯৮
৬৩.	বৃষ্টি প্রর্থনার দু'আ	১৯৯
৬৪.	বৃষ্টি বর্ষণের সময় দু'আ	২০১
৬৫.	বৃষ্টি বর্ষণের পর দু'আ	২০২
৬৬.	বৃষ্টি বন্ধের দু'আ	২০২

৬৭.	নতুন চাঁদ দেখার দু'আ	২০৩
৬৮.	ইফতারের সময় দু'আ	২০৪
৬৯.	খাওয়ার পূর্বে দু'আ	২০৬
৭০.	দুধ পান করার দু'আ	২০৭
৭১.	খাওয়ার শেষে দু'আ	২০৭
৭২.	খাবার আয়োজনকারীর জন্য মেহমানের দু'আ	২০৯
৭৩.	পানাহার করানোর জন্য দু'আ	২১০
৭৪.	কোন পরিবারের কাছে ইফতার করলে তাদের জন্য দু'আ	২১১
৭৫.	সিয়ামপালনকারীর নিকট খাদ্য উপস্থিত হলে সিয়াম না ভাঙ্গলে যে দু'আ বলবে	২১১
৭৬.	সিয়ামপালনকারীকে গালি দিলে সে যা বলবে	২১২
৭৭.	ফলের মুকুল দেখলে যে দু'আ পড়বে	২১২
৭৮.	হাঁচি আসলে যে দু'আ পড়বে	২১৩
৭৯.	অমুসলিম ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ্ বললে তার উত্তরে যা বলতে হয়	২১৪
৮০.	নববিবাহিতের জন্য দু'আ	২১৪
৮১.	বিবাহিত ব্যক্তির দু'আ এবং বাহন ক্রয়ের পর দু'আ	২১৫
৮২.	স্ত্রী সহবাসের পূর্বের দু'আ	২১৫
৮৩.	রাগ দমনের দু'আ	২১৭
৮৪.	বিপদগ্রস্থ লোক দেখলে যে দু'আ বলবে	২১৮

১২১.	আরাফার দিনে দু'আ	২৫০
১২২.	মাশ'আরুল হারাম তথা মুয্দালিফায় পড়ার দু'আ	২৫১
১২৩.	প্রতিটি জামরায় কংকর মারার সময় তাকবীর বলা	২৫১
১২৪.	আশ্চর্যজনক অবস্থায় ও আনন্দের সময় যা বলবে	২৫২
১২৫.	আনন্দদায়ক সংবাদে যা বলবে	২৫৩
১২৬.	শরীরে ব্যথা অনুভব করলে যে দু'আ বলবে	২৫৩
১২৭.	কোন কিছুর উপর নিজের চোখ (বদ নজর) লাগার ভয় থাকলে দু'আ	২৫৪
১২৮.	ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় যা বলবে	২৫৪
১২৯.	পশু যবেহ করার দু'আ	২৫৫
১৩০.	শয়তানের কুমন্ত্রনা প্রতিহত করার দু'আ	২৫৫
১৩১.	তাওবা করা ও ক্ষমা চাওয়া	২৫৮
১৩২.	তাসবীহ্, তামহীদ, তাহ্লীল ও তাকবীর এর ফযীলত	২৫৯
১৩৩.	নাবী ﷺ কীভাবে তাসবীহ্ পাঠ করতেন?	২৬৮
১৩৪.	বিবিধ কল্যাণ ও সামষ্টিক কিছু আদব	২৬৮
১৩৫.	প্রকাশকের অন্যান্য বই	২৭০

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

যিক্‌রের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ﴾

'অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি শুকরিয়া আদায় কর এবং আমার (নিয়ামতের) অকৃতজ্ঞ হয়ো না।[১]

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا﴾

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর'।[২]

১. সূরা বাক্বারা আয়াত : ১৫২
২. সূরা আহযাব আয়াত : ৪১

﴿وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا﴾

আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।[৩]

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ﴾

আর আপনি আপনার রবকে স্মরণ করুন মনে মনে, মিনতি ও ভীতিসহকারে, অনুচ্চঃস্বরে, সকালে ও সন্ধ্যায়। আর উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।[৪]

নাবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র (স্মরণ) করে, আর যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র (স্মরণ) করেনা, তাদের তুলনা হলো, তারা যেন জীবিত ও মৃত।[৫]

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন উত্তম আমলের কথা জানাবো না ? যা তোমাদের রবের নিকট অত্যন্ত পবিত্র, তোমাদের জন্য অধিক মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, (আল্লাহর রাস্তায়) সোনা-রূপা ব্যয় করা অপেক্ষা উত্তম এবং তোমরা

৩. সূরা আহযাব আয়াত : ৩৫
৪. সূরা আরাফ আয়াত : ২০৫
৫. বুখারী হা. ৬৪০৭, মুসলিম হা. ৭৭৯

তোমাদের শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে হত্যা কর এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করার চেয়েও অধিকতর শ্রেষ্ঠ? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই। নাবী ﷺ বললেন, তা হলো আল্লাহ্ তায়ালার যিক্‌র।[৬]

রসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন, মহান আল্লাহ্ বলেন : আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা করে আমি ঠিক তেমন ধারণা-ই করি। সে যখন আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথে থাকি। সুতরাং যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও আমার মনে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো মাজলিসে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে এর চেয়েও উত্তম মাজলিসে স্মরণ করি। আর সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। সে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে আসলে আমি তার দিকে দু'হাত এগিয়ে আসি। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[৭]

আব্দুল্লাহ্ ইবনু বুস্‌র ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! ইসলামের বিধি-বিধান আমার জন্য বেশি হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ের সংবাদ দিন, যা আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরব। রসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমার জিহ্বা যেন সব সময় আল্লাহর যিক্‌রে সজীব থাকে।[৮]

---

৬. তিরমিযী, হা. ৩৩৭৭, ইবনু মাজাহ, হা. ৩৭৯০, আলবানী : সহীহ
৭. বুখারী, হা. ৭৪০৫, মুসলিম, হা. ২৬৭৫
৮. তিরমিযী, হা. ৩৩৭৫, ইবনু মাজাহ্, হা. ৩৭৯৩, আলবানী : সহীহ।

রসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) থেকে একটি হরফ পাঠ করে, সে তার বিনিময়ে একটি নেকী পায়, আর একটি নেকী হবে দশটি নেকীর সমান। আমি আলিফ, লাম ও মীমকে একটি হরফ বলছি না। বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ এবং 'মীম' একটি হরফ।[৯]

'উকবা ইবনু 'আমির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একবার রসূলুল্লাহ্ ﷺ বের হলেন, আমরা তখন সুফ্ফায় (মাসজিদে নাববীর আঙ্গিনায়) অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে প্রতিদিন সকালে বুতহান অথবা আকীক উপত্যকায় গিয়ে সেখান থেকে কোন প্রকার পাপ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট দুটি উট নিয়ে আসতে পছন্দ করে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা তা পছন্দ করি। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি এরূপ করতে পারো না যে, সকালে মাসজিদে গিয়ে আল্লাহ্ তায়ালার কিতাব থেকে দুটো আয়াত শিক্ষা দিবে অথবা পড়বে; এটা তার জন্য দুটি উট অপেক্ষা উত্তম। আর তিনটি আয়াত তার জন্য তিনটি উট থেকে উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উট থেকে উত্তম হবে। এভাবে আয়াতের সংখ্যা উটের সংখ্যা থেকে উত্তম হবে।[১০]

৯. তিরমিযী, হা. ২৯১০, আলবানী : সহীহ
১০. মুসলিম, হা. ৮০৩

রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসল অথচ আল্লাহর যিকির করল না, তার সে বসা আল্লাহর নিকট থেকে নৈরাশ্য ডেকে আনে। আর যে ব্যক্তি কোন সজ্জায় শায়িত হয়ে আল্লাহর যিক্‌র করল না, তার সেই শয়নও আল্লাহর কাছে নৈরাশ্যের কারণ।[১১]

রসূলুল্লাহ্ ﷺ আরো বলেন, যদি কোন দল কোন বৈঠকে বসে আল্লাহর যিক্‌র না করে এবং তাদের নাবীর উপর দরূদও পাঠ না করে, তাহলে তাদের সেই বৈঠক তাদের জন্য লোকসান ও আফসোসের কারণ হবে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দেবেন অথবা তিনি চাইলে তাদের ক্ষমা করবেন।[১২]

রসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, যদি কোনো একদল লোক এমন কোনো বৈঠক থেকে উঠে, যেখানে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করেনি, তবে তারা যেন মৃত্যু গাধার লাশের স্তুপ থেকে উঠে আসে। এরূপ মাজলিস তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে।[১৩]

---

১১. সহীহুল জামি ৫/৩৪২, আবু দাউদ, হা. ৪৮৫৬, হাসান সহীহ

১২. তিরমিযী, হা. ৩৩৮০, হাসান সহীহ, আলবানী : সহীহ

১৩. আবু দাউদ, হা. ৪৮৫৫, আলবানী : সহীহ, সহীহুল জামি, ৫/১৭৬